সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

ইস্তাহার ২০২১

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

ইস্তাহার ২০২১

আবেদন

বিগত ১০ বছরের এই পথ চলায় তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থেকে অনন্ত সমর্থন জানানোর জন্য এবং আমার উপর অফুরান আস্থা রাখার জন্য আমি বাংলার প্রতিটি মানুষকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ২০১১ সালে যেদিন থেকে আমরা ক্ষমতায় এসেছি, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থেকেছে বাংলাকে উন্নয়ন, প্রগতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে যাওয়া এবং আমরা সেই লক্ষ্যের পরিপূর্ণ রূপায়নের লক্ষ্যে অবিচল। বাংলার প্রতিটি অংশের মানুষ এই পথ চলায় আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন, যা বাংলার আগামী দিনের সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। সেই দিন থেকে মিশন-মোডে নেওয়া অসংখ্য উদ্যোগ বদলেছে মানুষের জীবন, যা আমাদের আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। উন্নয়নের যে ভিত্তিপ্রস্তর আমরা ১০ বছরে স্থাপন করেছি, তা বাংলার মুকুটে যুক্ত করেছে দেশ ও বিদেশের বহু সম্মান। আমি কথা দিচ্ছি, বিগত ১০ বছরের উন্নয়নের ধারা বজায় থাকবে, শুধু তাই না বরং তা আরও দ্রুতগামী হবে।

সময় এসে গেছে আমাদের বিগত ১০ বছরের কাজের পর্যালোচনা করার। এই সকল বাধা, বিপত্তির মাঝেই অর্থনীতিতে বাংলাকে দেশের অন্যতম শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত ১০ বছরে আমরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি তার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা আজ দেশের মধ্যে শীর্ষে। বাংলার মানুষের মাথাপিছু গড় আয় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, বাজেট বেড়েছে তিনগুণ। শিক্ষার আলো দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়াদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পকে করা হয়েছে সর্বজনীন। খাদ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা মানুষের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্যও আমরা বাংলা আবাস যোজনায় প্রচুর পাকা বাড়ি তৈরি করেছি। বাংলায় আজ প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূর্ণ হয়েছে, লক্ষাধিক কিলোমিটার নতুন ও উন্নততর সড়ক তৈরি হয়েছে। কৃষকেরা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড এবং তাদের পাশে থাকার জন্য আমরা বাংলার বাজেট ৫ গুণ বৃদ্ধি করেছি। পঞ্চায়েতে মহিলা সংরক্ষণ বাড়ানো হয়েছে। আমার তফসিলি ভাই, বোনেদের জন্য যে সকল কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি আছে, তার বাজেট দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছি। বাংলা আজ ১০০ দিনের কাজে প্রথম। অর্থনীতি, শিল্প, নারী ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণি, তফসিলি এবং বাংলার প্রতিটি সাধারণ মানুষের উন্নতি, কর্মসংস্থান - প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে বাংলা, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বাংলার প্রতিটি অংশের মানুষের ভালো - মন্দের মাঝে একসাথে বেঁচে থাকা আমাদের

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ। এই শিক্ষা আমাদের উত্তরাধিকার, যা আমরা এই পুণ্যভূমির সকল মনীষী, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, বাবাসাহেব আম্বেদকর, হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, বিরসা মুন্ডা, রঘুনাথ মুর্মু, মহাত্মা গান্ধী, সিধু, কানহু, গুরু নানক, মাতঙ্গিনী হাজরা, মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম বসুর থেকে পেয়েছি। এই উত্তরাধিকারকে এবং ভারতবর্ষের প্রতি বাংলার প্রাণ ভরা সমর্থনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের লড়াই চলবে। আমার মাতৃভূমির কাছে আমি চিরঋণী এবং বাংলার মেয়ে হিসাবে আমি আমাদের মাতৃভূমির চরণে আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।

কিন্তু বিগত ৭ বছরে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিয়ত তার একনায়কতন্ত্র ও বিভেদের রাজনীতির আঘাতে দেশের মানুষকে বিধ্বস্ত করছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেই হবে কারণ আমাদের ইতিহাস ও মাটি আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিয়েছে। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা ভরে উঠছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা নারী নির্যাতন এবং দলিত ও কৃষকদের উপর নৃশংস অত্যাচারের ঘটনায়। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমার একমাত্র লক্ষ্য থেকেছে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত মানুষের হকের জন্য লড়াই করা। আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে বাংলায় যেন অত্যাচারের এই সংস্কৃতি প্রবেশ না করতে পারে এবং একই সাথে রাজ্যের বাইরে যারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানাতে হবে কারণ সেটাই আমাদের প্রতি আমাদের অগ্রজদের শিক্ষা।

দুর্ভাগ্যবশত, এই দিশাহীন কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি কৃত্রিম সংকট বহু মানুষকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে। সেই সংকটের সাথে ২০২০ সাল, সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি বাংলার জন্যেও কঠিন সময় ছিল। কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যেই বাংলার উপর আছড়ে পড়ে আম্ফান। কিন্তু বাংলা হার মানেনি। মানুষের উন্নতির লক্ষ্যে এই সময়ে শুরু হয়েছে বহু নতুন প্রকল্প। যে সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক কাজ আটকে ছিল তাদেরকে চিহ্নিত করে সমাধানের রাস্তা খুঁজে বার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে, এই সময়কালে অধরা ছিল কেন্দ্রীয় সহায়তা উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে আমাদের। যা এক অর্থে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে দেওয়ার দিকে একটি পদক্ষেপ। কিন্তু এই সংকটেও বাংলা তার নিজের মেয়ের উপর যেভাবে ভরসা রেখেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যাতে বাংলার উন্নয়ন থেমে না থাকে, তাই তৃতীয়বার বাংলার মানুষের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে আমার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যার মাধ্যমে উন্নততর বাংলা তৈরির পথে আমরা এগিয়ে যাবো। সম্মিলিত ও সামগ্রিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলার প্রতিটি বিধানসভার মানুষের মতামত এবং জনগণের দাবিকে একত্রিত করে সকলের সাথে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা দশটি স্তম্ভ তৈরি করেছি। দেশের মধ্যে বাংলাকে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাজ্যের মধ্যে একটিতে পরিণত করার জন্য নির্বাচিত এই ১০টি ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি গড়ব আমরা এবং ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করব। বেকারত্বের হার অর্ধেক করতে বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান করা হবে। প্রথমবার বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প শুরু করা হবে যেখানে ১.৬ কোটি যোগ্য জেনারেল ক্যাটেগরির পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক ₹৫০০ ও তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের কর্ত্রীকে ₹১,০০০ করে সহায়তা প্রদান করা হবে। বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প আনা হবে। সেখানে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট থাকবে মাত্র ৪% সুদে, যাতে তারা মা-বাবার উপরে নির্ভরশীল না থাকে। খাদ্যসাথী প্রকল্পের নতুন

ব্যবস্থায় এখন আর রেশন দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। কৃষকরা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড, তাই তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা করা হবে প্রান্তিক কৃষকদের। এক শিল্পোন্নত বাংলা গড়ে তুলতে আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের স্বাবলম্বী করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই গঠন করব। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ করে আমরা উন্নততর পরিষেবা দেব বাংলাকে। ২৫ লক্ষ অতিরিক্ত স্বল্পমূল্যের আবাসন নির্মাণ এবং সকলকে নলযুক্ত পানীয় জল ও উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা প্রদানের মধ্য দিয়ে মানুষকে দেব নিরাপত্তার আশ্রয়।

সেই সকল সম্প্রদায়, যেমন মাহিষ্য, তিলি, তামুল, সাহা, যারা ওবিসি হিসেবে স্বীকৃত নয় কিন্তু মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাবিত তালিকাভুক্ত সেই সম্প্রদায়গুলির ওবিসি স্ট্যাটাস পরীক্ষা ও প্রস্তাব করার জন্য একটি স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স গঠন করব। এর সাথে মালদা অঞ্চলে বসবাসকারী কিষাণ জাতির মানুষদের দীর্ঘ দিন ধরে তফসিলি উপজাতি হিসেবে নিবন্ধিকরণের দাবি পূরণ করা হবে। মাহাতো সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করব। তরাই - ডুয়ার্স অঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়ন ও উন্নতির জন্য আমরা একটি স্পেশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করব যেখানে ওই অঞ্চলের প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। আমি এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও উন্নয়নের জন্য এবং পাশাপাশি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ পাহাড়ের মূল অংশীদার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করব। বিগত দশ বছরের উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে, আগামী পাঁচ বছরে এই স্তম্ভগুলির পরিপূর্ণতাই আমার ১০ অঙ্গীকার।

আমি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাদেরকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে আগামী পাঁচ বছরে আমাদের সকল প্রতিশ্রুতিকে পরিপূর্ণ করতে যেকোনও অসম্ভবকে সম্ভব করব আমি। বাংলার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে, আমি আমার মা-মাটি-মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি জোড়াফুল চিহ্নে বোতাম টিপে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন, বাংলার সর্বত্র, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদেরকে ভোট দিন যাতে আমরা আমাদের শান্তিপূর্ণ সম্প্রীতির জীবনকে বিপর্যস্ত করতে চাওয়া বহিরাগত শক্তিকে প্রতিহত করতে পারি এবং বিগত দশকের সুশাসনের সার্বিক প্রগতি এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে গিয়ে বাংলাকে উন্নততর উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি। আপনাদের আশীর্বাদ, সমর্থন ও ভালোবাসা দিয়ে আসুন গড়ে তুলি তৃতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সরকার!

জয় হিন্দ। জয় বাংলা। জয় মা-মাটি-মানুষ।

মমতা ব্যানার্জী

মমতাময়ী
আদর্শবাদী
গণতান্ত্রিক
ন্যায়পরায়ণ
সৎ
সুদক্ষ
দৃঢ়
অগ্নিকন্যা
আপনজন
জননেত্রী
নীতিপরায়ণ
উদ্যমী
আপোষহীন

সূচিপত্র

অর্থনীতি 1

সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষা 7

যুব 13

খাদ্য 17

কৃষিকাজ ও কৃষি 21

শিল্প 27

স্বাস্থ্য 31

শিক্ষা 35

আবাসন 41

বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জল 45

দিদির ১০ অঙ্গীকার

অর্থনীতি

অজস্র সুযোগ, সমৃদ্ধ বাংলা

- দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। জিডিপি-র আয়তন ₹১২.৫ লক্ষ কোটি ও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ₹২.৫ লক্ষেরও বেশি
- ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ ২০১১-র ২০% থেকে কমিয়ে ৫%-এর নীচে
- বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক

প্রতি পরিবারকে, ন্যূনতম মাসিক আয়

- বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প- ১.৬ কোটি যোগ্য পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক আর্থিক সহয়তা - মাসিক ₹৫০০ করে জেনারেল ক্যাটেগরি (বার্ষিক ₹৬,০০০) ও ₹১,০০০ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে (বার্ষিক ₹১২,০০০)

সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষা

যুব

আর্থিক সুযোগ, সবল যুব

- বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প - স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট ৪% সুদে

বাংলায় সবার, নিশ্চিত আহার

- খাদ্য সাথী প্রকল্পের নতুন ব্যবস্থা - এখন আর রেশন দোকানে যাওয়ার দরকার নেই। ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহ
- বার্ষিক ৫০টি শহরের ২,৫০০ 'মা' ক্যান্টিনে ₹৫ করে ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত আহার

খাদ্য

বর্ধিত উৎপাদন, সুখী কৃষক

- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা, ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে
- নেট বপন ক্ষেত্র ও শস্য ব্যবস্থায় ৩ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি যোগ এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টরে দু-ফসলি চাষ ব্যবস্থায় দেশে প্রথম স্থানাধিকার
- প্রথম পাঁচে বাংলা, খাদ্যশস্য ও ৪টি বাণিজ্যিক শস্য যথা চা, পাট, আলু ও তামাক উৎপাদনে

কৃষিকাজ ও কৃষি

শিল্পোন্নত বাংলা

- বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই। সর্বমোট সক্রিয় এমএসএমই ইউনিটের সংখ্যা ১.৫ কোটির বেশি
- ২,০০০ বড় শিল্প ইউনিট যোগ হবে বর্তমান ১০,০০০ শিল্প ইউনিটের সাথে, আগামী ৫ বছরে
- ₹৫ লক্ষ কোটি নতুন বিনিয়োগ আগামী ৫ বছরে

উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সুস্থ বাংলা

- স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ, রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% থেকে বেড়ে ১.৫%
- ২৩টি জেলা সদরে মেডিকেল কলেজ ও সম্পূর্ণ কার্যকরী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
- ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

এগিয়ে রাখতে, শিক্ষিত বাংলা

- শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাজ্য জিডিপি-র ২.৭% থেকে বেড়ে ৪%
- ব্লক প্রতি অন্তত ১টি মডেল আবাসিক স্কুল
- শিক্ষকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

সবাই পাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই

- বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের আবাসন। বস্তিবাসীর সংখ্যা ৭% থেকে কমিয়ে ৩.৬৫%
- আরও ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের বাড়ি বাংলা আবাস যোজনার আওতায়। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১%-এরও কম

প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ, সড়ক, জল

- আরও ৪৭ লক্ষ পরিবারকে নলযুক্ত পানীয় জল। ২৬% থেকে বেড়ে ১০০% পরিষেবা সুনিশ্চিত
- ২৪x৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রতিটি বাড়িতে
- প্রতিটি গ্রামীণ আবাসের জন্য মজবুত রাস্তা, উন্নত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলযুক্ত পানীয় জল

১

অর্থনীতি

অজস্র সুযোগ, সমৃদ্ধ বাংলা

মূল লক্ষ্য

- দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। জিডিপি-র আয়তন ₹১২.৫ লক্ষ কোটি ও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ₹২.৫ লক্ষেরও বেশি
- ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ ২০১১-র ২০% থেকে কমিয়ে ৫%-এর নীচে
- বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

- জিএসডিপি বৃদ্ধি: গত ১০ বছরে, বাংলার জিডিপি (ধ্রুবক মূল্যে এনএসভিএ) ₹৪.৫১ লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে ₹৬.৯ লক্ষ কোটি (৫৩%) ↑ হয়েছে
- মাথাপিছু আয়: প্রতি ব্যক্তির গড় আয় ২০১০ সালের ₹৫১,৫৪৩ থেকে দ্বিগুণ হয়ে ২০১৯ সালে ₹১,০৯,৪৯১ হয়েছে
- রাজ্যের ফিসকাল ডেফিসিট (আর্থিক ঘাটতি) গত কয়েক বছর ধরে হ্রাস পাচ্ছে। জিএসডিপির শতকরা হিসাবে রাজ্যের ফিসকাল ডেফিসিট (আর্থিক ঘাটতি) ২০১০-১১ সালের ৪.২৪% থেকে ধারাবাহিকভাবে কমে ২০১৯-২০ সালে ২.৯৪% হয়েছে
- রাজ্যের নিজের কর রাজস্ব সংগ্রহ গত ৯ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ৯ বছরের ব্যবধানে প্রায় তিনগুণ বেড়ে ₹২১,১২৮ কোটি থেকে ₹৬০,৬৬৯ কোটি হয়েছে
- ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার প্রায় সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ সালের ₹২,৬৩৩.৪৩ কোটি থেকে ২০১৯-২০ সালে ₹১৭,২৩৬.৮৩ কোটি হয়েছে
- ক্ষেত্র বৃদ্ধি: কৃষি ও অনুসারী পরিষেবা ৩০%, শিল্প ৬০% এবং পরিষেবা ক্ষেত্র ৬২% বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আনুমানিক বাজেট ব্যয় ২০১০-১১ সালের ₹৮৪,৮০৪ কোটি থেকে ৩.৫ গুণ বেড়ে ২০২১-২২ সালে ₹২.৯৯ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে
- বিদেশী পর্যটক আগমনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এখন পঞ্চম স্থানে রয়েছে এবং ২০১৯-২০ সালে কেরালা এবং গোয়ার মতো রাজ্যের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে
- ২০১১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য ৯৫% এবং অভ্যন্তরীণ যাত্রীদের মধ্যে ১৩২% বৃদ্ধি হয়েছে
- দুয়ারে সরকার: এই উদ্যোগের আওতায় রাজ্যজুড়ে ৩২,৮৩০টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সরকারি প্রকল্পগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য ২.৭৫ কোটি মানুষকে সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করা হয়েছিল
- পাড়ায় সমাধান: এই অভিযানটির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল যে প্রকল্পগুলির পুনর্নির্মাণ বা পুনর্বহাল প্রয়োজন সেগুলিকে শক্তিশালী করা, স্থগিত বা অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করা, এবং বাসিন্দাদের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষাকে মেটাতে নতুন প্রকল্প শুরু করা। জনগণের অভাবনীয় সাড়া পেয়ে আমরা ১০,০০০টিরও বেশি সামাজিক স্তরের সমস্যার সমাধানে সাফল্য পেয়েছি

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি যার জিডিপি-র আয়তন ₹১২.৫ লক্ষ কোটি ও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ₹২.৫ লক্ষেরও বেশি

   ₹৭.৯৩ লক্ষ কোটি (২০১৯-২০২০) জিএসডিপি-সহ (ধ্রুবক মূল্য) পশ্চিমবঙ্গ দেশের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি। গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জিএসডিপি ৫৩% বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্যের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ₹১.১৫ লক্ষ (২০১৯-২০২০)। ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত রাজ্যের বার্ষিক জিএসডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৬৭%। এই বৃদ্ধির গতি বেড়ে ৯% হারে হবে, যা রাজ্যকে দেশের অর্থনীতিতে শীর্ষ ৫টির রাজ্যের মধ্যে আনবে। এর ফলে হওয়া অতিরিক্ত সুবিধা মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করবে যা ₹২.৫ লক্ষের বেশি হবে।

2. ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ ২০১১-র ২০% থেকে কমিয়ে ৫%-এর নীচে

   রাজ্যে ১.৮৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে (২০১২)। ২০০৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে, বছরব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাসের হার ছিল ৭%, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সামঞ্জস্য রেখে। আগামী পাঁচ বছরে, অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি এবং একটি বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা জালের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ চূড়ান্ত দারিদ্র্য (২০২১-২০২৬) থেকে বর্তমানের তুলনায় ৩৩% বেশি হারে অতিরিক্ত ৩৫ লক্ষ মানুষকে উন্নীত করবে।

3. বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক

   প্রায় ২১ লক্ষ বেকার রয়েছেন, এবং জিডিপির আকার বৃদ্ধি এবং শিল্প খাতের প্রসারণের ফলে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যার ফলে রাজ্যে বেকারত্বের হার অর্ধেক হবে।

4. পর্যটনে শীর্ষ ৩ রাজ্যের মধ্যে স্থানাধিকার

   রাজ্য ধারাবাহিকভাবে পর্যটন শিল্পে ভালো কাজ করে আসছে। ২০১২ সালের ষষ্ঠ স্থান থেকে আমাদের রাজ্য ২০১৯ সালে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে। এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আগমনের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী শীর্ষ ৩ রাজ্যের মধ্যে উন্নীত হবে।

5. বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হবে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান

   দুটি অভিনব উদ্যোগ, দুয়ারে সরকার এবং পাড়ায় সমাধানের সাফল্যের কারণে আমরা এই দুটি উদ্যোগই প্রতি বছর দু'বার করে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি - একবার আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এবং আরেকটি ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা এবং পরিষেবাগুলি যাতে উপভোক্তাদের দুয়ারে পৌঁছয়।

6. হাই-পারফরম্যান্স ডেলিভারি ইউনিট গড়ে তুলে সুনিশ্চিত করা হবে সকল জরুরি পরিষেবার কার্যকারিতা

   পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ পারফরম্যান্স ডেলিভারি ইউনিট পরিষেবা সরবরাহের উন্নতির জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পারফরম্যান্স মূল্যায়নের মাধ্যমে অগ্রাধিকার, এবং তার সাথে সরকারি নীতিমালাগুলির কার্যকরী বাস্তবায়ন এবং শেষ মাইল বিতরণ নিশ্চিত করবে। এই ইউনিটটি মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে এবং বিশেষভাবে নিযুক্ত প্রধান অধ্যক্ষের নির্দেশে পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রীয় স্তরের নীতি নির্ধারণকে আরও সঠিকভাবে অবহিত করার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিক্রিয়া এবং সরকারের নীতিমালা ও কর্মসূচি

সম্পর্কিত অভিযোগসমূহের সহযোগিতা ও বিশ্লেষণের জন্য জনগণ ও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের মাধ্যমকে সক্ষম করার লক্ষ্যে এই ইউনিট সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

7. বিধান পরিষদের পুনর্গঠন

আমরা রাজ্যের আইনসভায় একটি নতুন চেম্বার পুনরায় প্রবর্তন ও স্থাপন করব, যা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে, যাঁরা রাজ্যের কার্যকারিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয় সংবিধানের ১৬৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাস করার মাধ্যমে বিধান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপরে সংসদকে এটির জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে এর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।

২

সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষা

প্রতি পরিবারকে, ন্যূনতম মাসিক আয়

মূল লক্ষ্য

- বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প- ১.৬ কোটি যোগ্য পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক আর্থিক সহয়তা - মাসিক ₹৫০০ করে জেনারেল ক্যাটেগরি (বার্ষিক ₹৬,০০০) ও ₹১,০০০ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে (বার্ষিক ₹১২,০০০)

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

জলমহল অঞ্চল:

» পশ্চিমবঙ্গ কেন্দু সংগ্রহকারীদের সামাজিক সুরক্ষা স্কিম, ২০১৫: আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামের দরিদ্র কেন্দু পাতা সংগ্রহকদের দুর্ঘটনায়, চিকিৎসার জন্য এবং শেষকৃত্যে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কেন্দু পাতা সংগ্রাহকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৫,০০০ জন প্রার্থী নিবন্ধিত হয়েছেন

» ২০২০ সালে জঙ্গলমহল ব্যাটেলিয়ন গঠিত হয়েছে যার সদর দফতর ঝাড়গ্রাম জেলায়

» পাঁচটি জেএপি জেলায় অবস্থিত ৩৪টি ব্লকে জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্যাকেজ কার্যকর করা হয়েছে

পাহাড় এবং চা বাগান:

» ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ₹১১,৫২৩.৪৫ কোটির বাজেট এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে

» ২০২০ সালে দার্জিলিং জেলাগুলির সদর দফতর নিয়ে একটি গোর্খা ব্যাটেলিয়ন গঠিত হয়েছিল

» চা-বাগান শ্রমিকদের পরিবার প্রতি বিনামূল্যে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য এবং চা-বাগানগুলিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে

কর্মচারী/ শ্রমিক, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী:

» বাংলা ১০০ দিনের কাজে শীর্ষে রয়েছে। বিগত ১০ বছরে, ২৬০ কোটি কর্মদিবসে ₹৬০ হাজার কোটির কাজ হয়েছে

» 'জাগো' প্রকল্প থেকে প্রতি বছরে ₹৫,০০০ প্রদান করে ৯.৫ লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে

» 'সমর্থন' প্রকল্প এককালীন ₹৫০,০০০ অনুদান দেয় সেই সব শ্রমিকদের যারা নোটবন্দির পর দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন

তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়ন:

» কোচবিহার জেলাকে সদর দফতর করে নারায়ণী ব্যাটেলিয়ন গঠিত হয়েছে

» ৬০ বছর বা তার ঊর্ধ্বে দরিদ্র আদিবাসী ব্যক্তিদের 'জয় জোহর' ও 'তফসিলি বন্ধু' পেনশন প্রকল্পের মাধ্যমে মাসে মাসে ₹১,০০০ পেনশন প্রকল্প প্রদান করা হয়

» জাতি শংসাপত্র জারি: চলতি অর্থবছরে, ১৯,২৪,৫২৩ সংখ্যক জাতি শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রক্রিয়াকরণ এবং শংসাপত্র জারি করার সময় ৮ সপ্তাহ থেকে কমিয়ে ৪ সপ্তাহ করা হয়েছে

» উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বোর্ড: ছয়টি সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বোর্ড যথাক্রমে, তামাং, শেরপা, ভুটিয়া, লিম্বু, আদিবাসী এবং মায়েল লায়াং লেপচা। এছাড়াও, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিকাশের জন্য বাউড়ি, নমঃশূদ্র, মতুয়া, রাজবংশী, কূর্মি, কামি এবং বাগদি সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে

» বন অধিকার আইন, ২০০৬-এর অধীনে পাট্টা বিতরণ: পাট্টাগুলি বনাঞ্চলকে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ অনুসারে, ৪৮,৯৬৪ উপজাতি এবং ১৭০ জন অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী বনবাসী তাদের অধিকৃত বনভূমির স্বতন্ত্রতার খেতাব পেয়েছেন। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তৃণমূল পর্যায়ের বসবাসকারীদের ৩১,৩৪৪টি আবেদন বা দাবি যাচাই করা হয়েছে

সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চল:

» আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ে হওয়া সংকটের পুনরুদ্ধার কাজে ২৬৩টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে সরকার, যার মধ্যে অন্যান্য প্রকল্পের সাথে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের ১৮৫.৫৯১ কিমি রাস্তা নির্মাণ

» বর্তমানে এই রাজ্যে মোট ৪৪৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং ২৬৮টি ত্রাণ গোডাউন রয়েছে। এছাড়া, উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আইসিজেডএমপি, এনসিআরএমপি-২ এবং পিএমএনআরএফ প্রকল্পের আওতায় ২২১টি বহু উদ্দেশ্যপূর্ণ সাইক্লোন শেল্টারের (এমপিসিএস) নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে

শরণার্থীদের পুনর্বাসন:

» রাজ্যের ২৪৪টি শরণার্থী উপনিবেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই উপনিবেশগুলির বাসিন্দাদের ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিড সরবরাহ করা হয়েছে যার ফলে রাজ্যের প্রায় ৪৫,০০০ পরিবার উপকৃত হয়েছে

» ৩.৫০ লক্ষ পরিবারকে গৃহ পাট্টা ('নিজ গৃহ নিজ ভূমি' উদ্যোগ), কৃষি পাট্টা, বনজ পাট্টা দেওয়া হয়েছে

সংস্কৃতি:

» পুরোহিত ভাতা: রাজ্য সরকার 'জয় বাংলা' প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পুরোহিত এবং আদিবাসী সহ খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ এবং পার্সি সম্প্রদায়ের দরিদ্র পুরোহিতদের ₹১,০০০ করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি মাসিক প্রকল্প চালু করেছে

» ২০২০-২১ এর মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমি গঠন করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি অ্যাকাডেমি পুনর্গঠন করা হয়েছে

» হরিচাঁদ গুরুচাঁদ স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হয়েছে এবং উদ্বোধন করা হয়েছে

» বিশিষ্ট মনীষীদের জন্য রাষ্ট্রীয় ছুটি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে নেতাজী, বিরসা মুন্ডা, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প- ১.৬ কোটি যোগ্য পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক আর্থিক সহয়তা - মাসিক ₹৫০০ করে জেনারেল ক্যাটেগরি (বার্ষিক ₹৬,০০০) ও ₹১,০০০ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে (বার্ষিক ₹১২,০০০)

   রাজ্যের একটি পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় ₹৫,২৪৯। মাসিক ₹৫০০ সাহায্য করলে, তা সেই পরিবারের মোট ব্যয়ের যথাক্রমে ১০% এবং ২০% -এ দাঁড়ায়। পরিবারের প্রধান মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি এই টাকাটি জমা হয়ে যাবে। এই সর্বজনীন আয়ের আর্থিক সহায়তার সুফল পাবে পশ্চিমবঙ্গের ১.৬ কোটি পরিবার। তফসিলি জাতি ও উপজাতির প্রতিটি পরিবার এর আওতাভুক্ত হবে। জেনারেল ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে এই আয়ের সহায়তা এমন পরিবারকে প্রদান করা হবে, যাদের কমপক্ষে একজন কর প্রদত্তকারী সদস্য (৪২.৩০ লক্ষ) এবং ২ হেক্টরেরও বেশি জমির মালিক (২.৮ লক্ষ) থাকবে না। এই প্রকল্পের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ₹১২,৯০০।

2. সম্প্রদায়ের বা ভৌগলিক অঞ্চলের দ্রুত বিকাশের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ

   সেই সকল সম্প্রদায়, যেমন মাহিষ্য, তিলি, তামুল, সাহা, যারা ওবিসি হিসাবে স্বীকৃত নয় কিন্তু মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাবিত তালিকাভুক্ত, তাদের জন্য একটি স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে যার মাধ্যমে এই সম্প্রদায়গুলির ওবিসি স্ট্যাটাস পরীক্ষা ও প্রস্তাব করা হবে।

   মাহাতো সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার জন্য আমরা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করব।

   মালদা অঞ্চলে বসবাসকারী কিষাণ জাতির মানুষদের দীর্ঘ দিন ধরে তফসিলি উপজাতি হিসেবে নিবন্ধিকরণের দাবি পূরণ করা হবে।

   তরাই - ডুয়ার্স অঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়ন ও উন্নতির জন্য একটি স্পেশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হবে যাতে ওই অঞ্চলের প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

3. ১০ লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী ঋণ

   'মাতৃবন্দনা' নামক একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হবে যার আওতায় সমাজের স্বল্প আয়ের গোষ্ঠীর থেকে আসা মহিলাদের নিয়ে ১০ লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করা হবে। আগামী ৫ বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে পরিশোধের সুযোগ সমেত ₹২৫,০০০ কোটি ঋণ দেওয়া হবে। এছাড়াও, প্রতিটি জেলায় বাংলা মোদের গর্ব নামক একটি তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান করা হবে যাতে অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কারিগর ও লোকশিল্পীদের জন্য আর্থিক সুযোগ তৈরি হয়।

4. শিক্ষার উন্নত সুযোগের জন্য নতুন স্কুল খোলা

   ১০০টি নতুন ইংরাজি মাধ্যম স্কুল খোলা হবে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং গরিব শিশুদের জন্য অলচিকি ভাষার উন্নয়নের জন্য, ৫০০টি নতুন স্কুল তৈরি এবং ১,৫০০ পার্শ্ব-শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সাদ্রী ভাষাভাষীদের জন্য নতুন ১০০টি স্কুল তৈরি করা হবে এবং এখানে ৩০০ জন পার্শ্ব-শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এর সাথে নেপালি, হিন্দি, উর্দু, কামতাপুরি, এবং কুর্মালি ভাষার জন্য ১০০টি নতুন স্কুল চালু করা হবে যেখানে ৩০০ জন পার্শ্ব-শিক্ষক নিযুক্ত হবেন। ২০০টি রাজবংশী স্কুলের জন্য সরকারি স্বীকৃতি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

5. চা বাগান অঞ্চল এবং কর্মীদের জন্য বিশেষ ইন্টারভেনসন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী ২ বছরের মধ্যে চা সুন্দরী প্রকল্পটি সমাপ্ত করবে এবং ৩ লক্ষাধিক স্থায়ী চা বাগান শ্রমিকদের জন্য পাকা বাড়ি গড়ে তুলব। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙের সমতল অঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যায় থাকা চা বাগানে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সমস্যা হ্রাস করতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেব। চা বাগান পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের আওতায় ২৩টি চা বাগান থাকবে।

6. 'মডেল নন্দীগ্রাম' গড়ে তোলা হবে

নন্দীগ্রামকে একটি মডেল টাউন হিসেবে গড়ে তোলা হবে যেখানে পরিকাঠামোগত সুবিধা থাকবে, যেমন - সুসংযুক্ত রাস্তা, ২৪x৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ এবং সকলের জন্য নলযুক্ত পানীয় জল। এর সাথে, যুবদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করতে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে।

7. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দেশ গড়ার অবদানের প্রতি সম্মান জানাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে

নেতাজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিউ টাউনে আজাদ হিন্দ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি জেলায় জয় হিন্দ ভবনও নির্মিত হবে। কলকাতা পুলিশে নেতাজী ব্যাটেলিয়ন নামে একটি ব্যাটেলিয়ন তৈরি করা হবে। একটি রাজ্য যোজনা কমিশন গঠন করা হবে এবং নাম দেওয়া হবে 'নেতাজী রাজ্য যোজনা কমিশন'।

8. ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমাপ্তি

যদিও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য ভারত সরকারের থেকে কোনও তহবিল পাওয়া যায়নি, তবুও নদীর ১৯ কিলোমিটার পুনরুদ্ধার ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮৪ কিলোমিটার পথের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনার আওতায় পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মোট ১৪৭ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে নদী পুনরুদ্ধার করা হবে।

৩

যুব

আর্থিক সুযোগ, সবল যুব

মূল লক্ষ্য

- বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প - স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট ৪% সুদে

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

শিক্ষা এবং দক্ষতার উন্নয়ন

» ৩০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ৫১টি নতুন কলেজ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, ৭৮টি নতুন শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ৩৬টি নতুন পলিটেকনিক কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে

কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সহায়তা প্রদান

» প্রায় ৯০ লক্ষ এমএসএমই (ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প) ইউনিটে (২০১২ সালে ছিল ৩৪.৬ লক্ষ) ১.৩৫ কোটি মানুষ কাজ করছেন। আমরা এমএসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প)-তে সমগ্র ভারতে প্রথম স্থান অর্জন করেছি। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আমাদের বহুল সম্ভাবনার উদাহরণ দিতে পেরেছি

» 'যুবশ্রী' প্রকল্পের সাহায্যে যুবকদের প্রতি মাসে ₹১,৫০০ দেওয়া হচ্ছে। বাংলার প্রায় ১,৮১,৪৭৭ জন যুবক এই প্রকল্পের সাহায্যে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পেয়েছে

» 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প' দ্বারা প্রায় ২,৮৪,০০০ জন মানুষ, সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট বা স্বনির্ভর-কর্মসংস্থানের দ্বারা ছোটো শিল্প বা ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ঋণ পেয়ে উপকৃত হয়েছেন

» পুলিশ ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ২০১১ সাল থেকে যে ৪ লক্ষ শূন্য পদ ছিল, তা পূরণ করা হয়েছে

» স্ব-কর্মসংস্থান ঋণ: স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে মেয়াদি ঋণ এবং ডিএলএস (মাইক্রো ফিনান্স) সরবরাহ করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু যুবক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যগণকে ২০১১-২০১৮ অর্থবছরে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৯.৪৩ লক্ষ মেয়াদি ঋণ এবং মাইক্রো ক্রেডিট সরবরাহ করা হয়েছে

» ক্রীড়া: ক্রীড়া কার্যক্রমের উৎসাহের জন্য চলতি অর্থবছরে ১২,৪৬০টি ক্লাবকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল

» ২০১৮-১৯ সাল থেকে, রাজ্য জুড়ে তৃণমূল পর্যায়ের কোচিং শিবিরের পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য একটি নতুন প্রকল্প "স্ট্রেন্থেনিং অফ স্পোর্টস কোচিং ক্যাম্প" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৪৭৫টি কোচিং ক্যাম্প অনুমোদন করা হয়েছে, তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা খোঁজা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকটি ক্যাম্পকে ₹১ লক্ষ করে সাহায্য করা হয়েছে

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প - স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট ৪% সুদে

   ‘স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড’-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থী ৪% ভর্তুকিযুক্ত হারে, ₹১০ লক্ষ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের যোগ্য হবে। মোটা অঙ্কের হিসাবে ঋণ মকুব না করে বরং একজন শিক্ষার্থী স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড মারফৎ তাদের সুবিধা অনুযায়ী অর্থ পাবে। পরবর্তী পাঁচ বছরে ১.৫ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী এই সুযোগ পাবে।

2. সরকারি দফতরগুলিতে ১০,০০০ ইন্টার্নশিপের সুযোগ

   ‘যুবশক্তি’ প্রকল্পের আওতায় প্রতি তিন বছরে ১০,০০০ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ইন্টার্নশিপ (প্রশিক্ষণাধীন) এবং পোস্ট ইন্টার্নশিপ (উত্তর-প্রশিক্ষণাধীন)-এর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।

3. ১.১ লক্ষ সরকারি চাকরি প্রদানের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে

   আগামী ১ বছরে রাজ্য-সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও পুলিশ ব্যবস্থায় ১.১ লক্ষ পদ পূরণ করা হবে।

4. আইএএস / আইপিএস পরীক্ষার জন্য ১০০ জন শিক্ষার্থীর বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ

   অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলে ১০০ জন শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে খাদ্য, বাসস্থান ব্যবস্থা এবং একটি মাসিক বৃত্তি প্রদানের সাথে আইএএস, আইপিএস পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

Pepe Jeans

4

খাদ্য

বাংলায় সবার, নিশ্চিত আহার

মূল লক্ষ্য

- খাদ্য সাথী প্রকল্পের নতুন ব্যবস্থা - এখন আর রেশন দোকানে যাওয়ার দরকার নেই। ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহ

- বার্ষিক ৫০টি শহরের ২,৫০০ 'মা' ক্যান্টিনে ₹৫ করে ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত আহার

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

খাদ্য সাথী:

» ২০১৬ সালে খাদ্য সাথী প্রকল্পের সূচনা হয় যাতে প্রায় ৫০০ জন পরিবেশক এবং ২০,০০০টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের একটি সুবিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের উচ্চতর ভর্তুকিযুক্ত উন্নত মানের খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়

» কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে হওয়া অপরিকল্পিত লকডাউনের জন্য মানুষকে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলির সমাধান করার জন্য খাদ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় থাকা সকল উপভোক্তাকে বিনামূল্যে খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে

» এর সাথে, যাঁদের ডিজিটাল রেশন কার্ড নেই, সেই সকল মানুষকে ৪.৮৫ লক্ষ বিশেষ খাদ্য সাথী কুপন দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে, ১০ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত

» এছাড়া, ৪৫.৮৯ লক্ষ অভিবাসী ও আটকে থাকা শ্রমিকদের অস্থায়ী খাদ্য কুপন দেওয়া হয় এবং ৪৫,৮৯৪ মেট্রিক টন চাল ও ২,৬৫৫ মেট্রিক টন ছোলা বিতরণ করা হয়

» এই কঠিন সময় যাতে কেউ বাদ না থেকে যান, সেটা সুনিশ্চিত করতে একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় যার মাধ্যমে যৌন কর্মী এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ডিজিটাল রেশন কার্ড এবং খাদ্য সাথী কুপন দেওয়া হয়

সংগ্রহ ও সঞ্চয় সুবিধার বৃদ্ধি:

» রাজ্যে সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের জন্য সরকার দ্বারা পরিচালিত ৩৪৯টি কেন্দ্রীয় সংগ্রহ সেন্টার (সি পি সি) আছে এবং ১,০৯৮টি অপারেটিভ সোসাইটি, খাদ্য প্রস্তুতকারকদের সংগঠন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে

» খাদ্য সাথী অন্নদাত্রী অ্যাপ তৈরি হয়েছে এবং কৃষকদের রেজিস্ট্রেশন করা এবং ধান বিক্রির জন্য একটি সুবিধাজনক প্ল্যাটফর্ম বানানো হয়েছে

» আমাদের রাজ্যে ভাত যেহেতু আমাদের প্রাত্যহিক খাবারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, তাই চাল সঞ্চয়ের ক্ষমতা বেড়ে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে, যা ২০১১ সালে মাত্র ৬৩,০০০ মেট্রিক টন ছিল

ভর্তুকিযুক্ত খাবারের ক্যান্টিন:

» একুশে অন্নপূর্ণা-র মাধ্যমে মাত্র ₹২১-য় ভর্তুকিযুক্ত খাবার দেওয়া হয়। অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সাফল্যের পর, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মা' প্রকল্প শুরু করা হয়। এই প্রকল্পে ₹৫-য় ভাত, ডাল, সবজি ও ডিমের ঝোল রাজ্যের মোট ২৭টি মা-ক্যান্টিনে পরিবেশন করা হয়

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. খাদ্য সাথীর আওতায় নতুন সুবিধা - আর রেশন দোকানে যেতে হবে না। ১.৫ কোটি পরিবারকে দুয়ারে মাসিক রেশন বিনামূল্যে সরবরাহ

   নিবেদিত কর্মীদের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের বিনামূল্যে বিতরণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গড় পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা পূরণের ক্ষেত্রে তৃণমূলস্তরে স্বচ্ছভাবে রেশন বরাদ্দ নিশ্চিত করবে। রাজ্য পরের পাঁচ বছরে প্রতিমাসে প্রায় ১.৫ কোটি পরিবারকে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে রেশন সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

2. ৫০টি শহর জুড়ে ২,৫০০ ‘মা’ ক্যান্টিনের মাধ্যমে, ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত খাবার ₹৫ পরিবেশন করা হবে

   ‘মা’ ক্যান্টিনের লক্ষ্য শহরে বাস করা দরিদ্রকে ₹৫-য় ভর্তুকিযুক্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা। ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত খাবার সরবরাহের লক্ষ্যে, ৫০টি শহর জুড়ে ২,৫০০ ‘মা’ ক্যান্টিন তৈরি করা হবে।

3. ১০ কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে রেশন প্রদান করা হবে

   কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় সারা দেশ যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল, তার জন্য সরকার ৩০শে জুন, ২০২১ অবধি সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে রেশন পরিষেবা শুরু করে। এই বিনামূল্যে রেশন পরিষেবা ২০২১ সালে জুন মাসের পরেও সবার জন্য অব্যাহত থাকবে, যার জন্য বাজেটে ₹১,৫০০ কোটি বরাদ্দ থাকবে পরের আর্থিক বছরে।

৫

কৃষিকাজ ও কৃষি

বর্ধিত উৎপাদন, সুখী কৃষক

মূল লক্ষ্য

- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা, ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে
- নেট বপন ক্ষেত্র ও শস্য ব্যবস্থায় ৩ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি যোগ এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টরে দু-ফসলি চাষ ব্যবস্থায় দেশে প্রথম স্থানাধিকার
- প্রথম পাঁচে বাংলা, খাদ্যশস্য ও ৪টি বাণিজ্যিক শস্য যথা চা, পাট, আলু ও তামাক উৎপাদনে

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

» ২০১১ এর তুলনায় কৃষিক্ষেত্র ও তার সাথে জড়িয়ে থাকা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৬.১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ সালের ₹৩০২৯.৩৯ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৯-২০২০ সালে ₹১৮,৬০৩ কোটিতে পরিণত হয়েছে

» খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-২০১১ সালে ১৪৮.১০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২০১৯-২০২০ সালে ১৯৮.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। ২০১০-১১ সালে মোট ধানের উৎপাদন ১৩৩.৯ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২০১৯-২০২০ সালে ১৬৫.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে ভুট্টার উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ৪.৬ টন/প্রতি হেক্টর থেকে ৬.৮০ টন/হেক্টর হয়েছে। ডালের উৎপাদন ২০১০-১১ সালের ১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০১৯-২০২০ সালে ৩.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে

» ২০২০-২১ সালে (৩০.১২.২০২০ পর্যন্ত) পশ্চিমবঙ্গে ১২.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ এবং ২৪,৮৭৫ কোটি মাছের চারা উৎপাদন হয়েছে

» বার্ষিক ডিম উৎপাদন ২০১০-১১ সালের ₹৪০০.১ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৯-২০ সালে ₹৯৭৩.৫ কোটি দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ৯ বছরে ১৪৩.৩১% বৃদ্ধি হয়েছে। মাংসের উৎপাদন ৫৬.৫% এবং দুধের উৎপাদন ৩৩.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে

» 'সুফল বাংলা' প্রকল্পটি ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৬৩ টি মোবাইল ভ্যান বা ভ্রাম্যমাণ যান, ৩টি হাব এবং ৩৩১টি খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। ₹১৮ থেকে ₹২০ লক্ষ প্রায় ৭৫-৮০ মেট্রিক টন কৃষিপণ্যকে দৈনিক ২.০০-২.৫০ লক্ষ গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

» পশ্চিমবঙ্গ, টানা ষষ্ঠ বার, ২০১৭-১৮ সালে প্রভূত শস্য উৎপাদনে সেরা কর্মদক্ষতা দেখানোর জন্য "কৃষি কর্মন পুরস্কার" পেয়েছে

» কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে চালু করা হয়েছে। ৪৬.৭৬ লক্ষ কৃষককে উপকৃত করতে ₹২৬৪৭.৮৯ কোটি বিতরণ করা হয়েছে। ১৬,৫৬৩ জন মৃত কৃষকের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে

» স্থানীয় কৃষকরা তাদের ফসল যাতে সহজেই বিক্রি করতে পারেন, তার জন্য সংরক্ষণাগারের সুবিধা-সহ ১৮৬টি কিষাণ মান্ডি তৈরি করা হয়েছে

» আমার ফসল আমার গোলা: ফসল কাটার পরবর্তী ক্ষতি রোধ করতে এবং কৃষিক্ষেত্রের সংযোজন মূল্য বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য "আমার ফসল,আমার গোলা" প্রকল্পের মাধ্যমে, এককালীন ₹১৭,৯৭৫ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

» সেদ্ধ ধানকে রোদে শুকিয়ে একটি কৃষকের পরিবারে ধান প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র গড়ে তুলতে এবং একইসাথে একটি কম মূল্যের ধানের ও শস্যের গোলা উন্নত ভাবে গড়ে তুলতে ₹৫,০০০ দেওয়া হবে

» ২০১১ সালে ২০ লক্ষ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ৭০ লক্ষ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করা হয়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত ২০ লাখ কার্ড বিতরণের প্রক্রিয়া রয়েছে

» কৃষক বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে সরকার প্রায় ১ লাখ মানুষকে মাসিক ₹১,০০০ পেনশন প্রদান করছে

» পুরোপুরি রাজ্যের অর্থে গড়ে তোলা শস্য বীমা 'বাংলা শস্য বীমা' প্রকল্পের আওতায় ২০২০ খারিফ মরশুমে ২২.৫৫ লক্ষ হেক্টরে ৬৪ লক্ষ কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে

» মাটির সৃষ্টি: পতিত জমিকে উৎপাদনশীল করে তুলতে, এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। প্রকল্পটি রাজ্যের ৬টি পশ্চিমী জেলা, যেমন - বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমানে শুরু করা হয়েছিল

» 'ওয়াটারশেড ডেভলপমেন্ট' -এর আওতায় ₹৪০৯.৩৬ কোটি তহবিল প্রকাশ করা হয়েছে। ২,২১,১২৭ জন কৃষকের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ৩১,২৮৫ হেক্টর অঞ্চলকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে

» ডিসেম্বর ২০২০ অবধি ৩০,৮৪৫ জন কৃষককে উপকৃত করতে, ১৪.৪৭২ হেক্টর কৃষি জমির, ৫.৭৮৭ হেক্টর জমি জুড়ে সেচ প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। স্প্রিংকলার এবং ড্রিপ সেচ-উভয় ব্যবস্থা স্থাপন করে ক্ষুদ্র সেচের আওতায় আনা হয়েছিল

» জমি ইজারা, রূপান্তর ও রূপান্তরকরণের মতো পরিষেবা স্বচ্ছ ও শীঘ্রই করতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পরিষেবা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ২১.৪৫ লক্ষ কৃষক ই-প্যাডি বা ই-ধান সংগ্রহ পদ্ধতিতে নাম নথিভুক্ত করেছেন

» পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপণন বোর্ড একটি অনলাইন ইন্টিগ্রেটেড সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম পার্মিট (ই-পার্মিট) সিস্টেমের সূচনা করেছে যা রাজ্যের কৃষি উৎপাদনের দ্রুত ও সমস্যামুক্ত লেনদেনে সাহায্য করবে

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা, ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে

   পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৭১.২৩ লক্ষ কৃষক পরিবারের বসবাস, যাঁদের মধ্যে ৯৬% ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। বাংলায় গড় ল্যান্ডহোল্ডিং সাইজ ০.৭৭ হেক্টর। রাজ্যের ৬৮.৩৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে একর প্রতি ₹১০,০০০ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

2. নেট বপন ক্ষেত্র ও শস্য ব্যবস্থায় ৩ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি যোগ এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টরে দু-ফসলি চাষ ব্যবস্থায় দেশে প্রথম স্থানাধিকার

   পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ফলনে ব্যবহৃত চাষজমি ৯৩% এবং এই হিসেবে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে। ৯৭% নিয়ে প্রথম স্থানে আছে পাঞ্জাব। আগামী পাঁচ বছরে রাজ্য ফলনে ব্যবহৃত চাষজমিকে ৯৮%-এ নিয়ে যাবে, অতিরিক্ত ৩ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমিতে ফসল ফলিয়ে। এতে বাংলা ফলনে ব্যবহৃত চাষজমির পরিমাণে দেশের মধ্যে ১ নম্বর হবে।

   পশ্চিমবঙ্গে গড় ফলনের ঘনত্ব ১৮২% (২০১১-১৬) ও বড় রাজ্যগুলির মধ্যে এতে বাংলার স্থান তৃতীয়, পাঞ্জাব আর হরিয়ানা প্রথম। আরও ৪.৫ হেক্টর জমিকে দ্বি-ফসলি জমিতে রূপান্তর করার মাধ্যমে, বাংলা ফলনের ঘনত্বে ১ নম্বর রাজ্য হয়ে উঠবে।

3. প্রথম পাঁচে বাংলা, খাদ্যশস্য ও ৪টি বাণিজ্যিক শস্য তথা চা, পাট, আলু ও তামাক উৎপাদনে

   বর্তমানে বাংলা চা উৎপাদন (২,০৭৬ কেজি/হেক্টর), পাট উৎপাদন (২,৬১৭ কেজি/হেক্টর) ও আলু উৎপাদনে (২৯,৯০১ কেজি/হেক্টর) প্রথম। তামাক উৎপাদনে (১,২৬৩ কেজি/হেক্টর) ও শস্য উৎপাদনে (২,৮৫৬ কেজি/হেক্টর) রাজ্য ষষ্ঠ। আগামী ৫ বছরে রাজ্য খাদ্যশস্য ও তামাক উৎপাদনে নিজেদের স্থান আরও উন্নীত করবে, চা, পাট ও আলু উৎপাদনে প্রথম স্থান ধরে রাখার পাশাপাশি।

4. প্রতি জেলায় মেগা/মিনি ফুড পার্ক স্থাপন

   চাষের সাথে যুক্ত শিল্পকে তুলে ধরার জন্য, সরকার প্রতি জেলায় নির্দিষ্ট শস্যের জন্য মেগা/মিনি ফুড পার্ক তৈরি করবে, কোল্ড চেন ও কোয়ালিটি চেকিং সুবিধার সাথে।

5. খামারের যান্ত্রিকীকরণকে তুলে ধরা হয়েছে

   খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে, কৃষি ফলন বাড়াতে বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলিতে ফার্ম মেশিনারি হাবস (কাস্টম হায়ারিং সেন্টার) স্থাপন করা হবে। এই লক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত ৩৭৯টি সমবায় সমিতিকে ₹১০৮.৭০ কোটি সহায়তা করা হয়েছে।

6. যৌথ পরিষেবার অগ্রগতির উৎসাহ-প্রদান

   স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সহায়তায় “ফিশ ফ্রাই টু ফিঙ্গারলিং” -কে বর্ধিত করার এক নতুন প্রকল্প শুরু করা হবে। প্রতি ব্লকে এই জাতীয় দুটি ইউনিট চালু করা হবে যেখানে স্বনির্ভর দলগুলোর দ্বারা লালিত ফিঙ্গারলিং মাছ ফিরিয়ে আনা হবে এবং বিভাগের থেকে অন্যান্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নিশ্চিতভাবে বর্ধিত আয় প্রদান করবে। আপেল, হেজেলনাট, আখরোট, ব্লুবেরি, রাস্পবেরি,

পীচ, নাশপাতি, বরই, কিউই, ডালিম, স্ট্রবেরি, অ্যাভোকাডো ইত্যাদির মতো নন-ট্র্যাডিশনাল (অপ্রচলিত) ফলের প্রবর্তন এবং উদ্যানপালনের উন্নয়ন করা হবে। মাশরুম, রবার প্রসেসিং, প্রয়োজনীয় তেল উৎপাদনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। ফল এবং ঔষধি গাছের পোস্ট-হারভেস্ট প্রসেসিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৬

শিল্প

শিল্পোন্নত বাংলা

মূল লক্ষ্য

- বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই। সর্বমোট সক্রিয় এমএসএমই ইউনিটের সংখ্যা ১.৫ কোটির বেশি
- ২,০০০ বড় শিল্প ইউনিট যোগ হবে বর্তমান ১০,০০০ শিল্প ইউনিটের সাথে, আগামী ৫ বছরে
- ₹৫ লক্ষ কোটি নতুন বিনিয়োগ আগামী ৫ বছরে

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

- » ৮৯ লক্ষ এমএসএমই দিয়ে দেশের সর্বমোট এমএসএমই-র মধ্যে ১৪% অবদান রাজ্যের। বিগত ৯ বছরে এমএসএমই বেড়েছে ১১% সিএজিআর, যার ফলপ্রসূত রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করে
- » ২৩.৪২% ভাগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা দ্বারা চালিত উদ্যোগের জন্য দেশের মধ্যে এগিয়ে
- » বাংলায় কারখানার সংখ্যা ২০১০ সালের ৮,৩২২ থেকে ২০২০-এ বেড়ে ৯,৫৩৪ (১৫%) হয়েছে এবং একজন গড় কারখানা শ্রমিকের আয় ₹১.৩ লক্ষ থেকে বেড়ে ₹২.৩ লক্ষ (৭৭%) হয়েছে
- » বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি প্রজেক্ট : ২০টি সংগঠনকে ১০০+ একর জমি প্রদান করা হয়েছে, ₹১১,৩১৭ কোটির বিনিয়োগ আনতে ও বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে
- » দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য তাজপুরের সি-পোর্ট এবং দেউচা-পাঁচামিতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
- » রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব (আরসিসিএইচ): এই বিশেষ উদ্যোগের অধীনে, রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যবাহী পণ্যের প্রচার এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছিল। এটি পূর্বের গ্রামীণ কারুশিল্প কেন্দ্র প্রকল্পেরই সম্প্রসারিত রূপ এবং এটিতে ৫০,০০০ শিল্পী থাকবে
- » ক্লাস্টার ডেভলপমেন্টের অধীনে সাধারণ সুবিধা: ক্লাস্টারগুলির উন্নয়ন এবং ক্লাস্টার অংশীদারদের প্রয়োজন ভিত্তিক সাধারণ সুবিধা সরবরাহ করাই এই বিভাগের মূল লক্ষ্য। এমএসএমই, তাঁত এবং গ্রামীণ শিল্প ক্লাস্টারে এখনও অবধি ৯টি সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে
- » তাঁতিদের জন্য ইন্টারেস্ট সাবভিশন প্রকল্প: তাঁতিদের জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁদের সুবিধার জন্য তাঁদের নেওয়া মূল ঋণের উপর সুদের হার মাত্র ২%-এ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই। সর্বমোট সক্রিয় এমএসএমই ইউনিটের সংখ্যা ১.৫ কোটির বেশি

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের ২০১৯-২০ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬-০৭ সালের ৩৪.৬৪ লক্ষ এমএসএমই থেকে ২০১৫-১৬ সালে ৮৮.৬৭ লক্ষ হয়েছে (এনএসএস ৭৩তম রাউন্ড, ২০১৫-১৬), যার বছরে বৃদ্ধির হার ১১%। বিগত ৯ বছরে, গড়ে, প্রতি বছরে ৬ লক্ষ এমএসএমই ইউনিট সংযুক্ত হয়েছে। শিল্পোন্নয়নের সুফল জনসাধারণের কাছে নিয়ে গিয়ে এবং বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে, রাজ্য সরকার এমএসএমই-র সংখ্যা আগামী ৫ বছরে প্রতি বছর ১০ লক্ষ বৃদ্ধি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে সামগ্রিকভাবে ১.৫ কোটি ইউনিটে পৌঁছনো যায়।

2. ২,০০০ বড় শিল্প ইউনিট যোগ হবে বর্তমান ১০,০০০ শিল্প ইউনিটের সাথে, আগামী ৫ বছরে

শিল্প রিপোর্টের ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১০-১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কারখানার সংখ্যা ছিল ৮,২৩২ যা ২০১৭-১৮ সালে বেড়ে ৯,৫৩৪ হয়েছে এবং ৬.৫ লক্ষ মানুষ সংযুক্ত হয়েছেন। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন বিবেচনা করেই কারখানার সর্বমোট সংখ্যা বাড়িয়ে ১২,০০০ ইউনিটের বেশি করা হবে।

3. ₹৫ লক্ষ কোটি নতুন বিনিয়োগ আগামী ৫ বছরে

বিগত ৫ বছরে বড় শিল্পে রাজ্য ৫টি গ্লোবাল সামিটের মাধ্যমে ₹৪.৪৫ লক্ষ কোটির বিনিয়োগ পেয়েছে। আগামী ৫ বছরে রাজ্যে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল সামিট থেকে আমরা আরও ₹৫ লক্ষ কোটি বিনিয়োগ নিয়ে আসব।

শিল্প এবং বিদেশি উভয় ক্ষেত্রেই, আইটি এবং বিটি কোম্পানিকে আনতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

4. শিল্পক্ষেত্রে ডিজিটাল বিপ্লব

রাজ্যের শিল্প ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিপ্লবের শক্তি আনতে উচ্চাভিলাষী নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৭

স্বাস্থ্য

উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সুস্থ বাংলা

মূল লক্ষ্য

- স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ, রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% থেকে বেড়ে ১.৫%
- ২৩টি জেলা সদরে মেডিকেল কলেজ ও সম্পূর্ণ কার্যকরী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
- ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

সবার জন্য স্বাস্থ্য:

- স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹৫ লক্ষ স্বাস্থ্য বীমা দেওয়া হয় এবং যা ১.৯৪ কোটি পরিবারকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় এনেছে
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ-এর বাজেট মোট তিনগুণ বেড়ে ২০১০ সালের ₹৩,৪৪২ কোটি থেকে ২০২০ সালে ₹১১,২৮০ কোটি হয়েছে
- গর্ভবতী মহিলা ও নবজাতক শিশুদের জন্য রাজ্যজুড়ে ১,০০০টি উন্নততর 'মাতৃযান অ্যাম্বুলেন্স' শুরু করা হয়েছে
- কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য ১০২টি কোভিড-১৯ হাসপাতাল উৎসর্গ করেছে যেখানে ১৩,৫৮৮টি অক্সিজেন বেড এবং ২,৫২৩টি সিসিইউ/এইচডিইউ বেড রয়েছে, এছাড়াও ৫৭টি বেসরকারি হাসপাতাল অনুমোদিত হয়েছে

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সি.সি.ইউ) এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা

- রাজ্য ৪১টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ৭২টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সি.সি.ইউ) যেখানে ১,৯০,০০০-এরও বেশি মানুষ উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন
- ১৫২টি উচ্চমানের ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক এবং ডায়ালিসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ৯৬.৪৪ লক্ষ রোগীদের বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে
- বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, রামপুরহাট, বিষ্ণুপুর এবং নন্দীগ্রামে পাঁচটি পৃথক স্বাস্থ্য-জেলা সংগঠিত ও তৈরি করা হয়েছে
- শিশুদের জন্য বিনামূল্যে হার্ট অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয় শিশু সাথী প্রকল্পে

হাসপাতালের বেড, ডাক্তার এবং নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি

- গত ১০ বছরে, সরকারি হাসপাতালের বেড সংখ্যা ৫৮,৬৪৭ থেকে ৪৬% বেড়ে ৮৫,৬২৭ হয়েছে
- ডাক্তারের সংখ্যা ৪,৮০০ থেকে বেড়ে ১৫,৩৩৮ এবং নার্সদের সংখ্যা ৩৭,৩৬৬ থেকে বেড়ে ৫৬,৫৮৯ হয়েছে
- ২০১১ সালে আশা কর্মীদের সর্বোচ্চ ইনসেন্টিভ বেতন ছিল ₹১,৫০০, সেখান থেকে তা বেড়ে হয়েছে প্রতি মাসে ₹৬,৫০০

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ, রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% থেকে বেড়ে ১.৫%

   পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ₹১২,৫৬১ কোটি ব্যয় করে যা রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দশম স্থানে রয়েছে। বর্তমান বাজেটের ব্যয় হিসাবে গড় বার্ষিক ₹৫,৫০০ কোটি রাজ্য ব্যয় করলে ২০২৬ সালের মধ্যে জিডিপি-র ১.৫% বৃদ্ধি পাবে।

2. ২৩টি জেলা সদরে মেডিকেল কলেজ ও সম্পূর্ণ কার্যকরী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

   পশ্চিমবঙ্গে ১৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজ সহ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল রয়েছে যার মধ্যে কলকাতায় আছে ৫টি। এছাড়াও, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং উত্তর চব্বিশ পরগনায় আরও ৫টি কলেজ অনুমোদিত হয়েছে। সরকার বর্তমানে পাঁচটি জেলায় পাঁচটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্য রেখেছে যেখানে বর্তমানে এই ধরণের সুবিধাগুলির অভাব রয়েছে।

3. ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

   রাজ্যে বর্তমানে ১০,০০০ জনসংখ্যা প্রতি যথাক্রমে ১৫ জন চিকিৎসক এবং ১০ নার্স রয়েছেন যা জাতীয় গড় ১৩.৪ (এনসিবিআই)-এর চেয়ে বেশি। বর্তমানে নার্সিং কলেজগুলিতে ৬,৩৬২টি আসন, মেডিকেল কলেজে ২,৮৫০টি আসন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসক নার্স এবং প্যারামেডিকসের আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে।

৮

শিক্ষা

এগিয়ে রাখতে,
শিক্ষিত বাংলা

মূল লক্ষ্য

- শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাজ্য জিডিপি-র ২.৭% থেকে বেড়ে ৪%
- ব্লক প্রতি অন্তত ১টি মডেল আবাসিক স্কুল
- শিক্ষকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের ব্যয়:

» বিগত ১০ বছরে শিক্ষা, খেলাধুলা, শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য বাজেট ২০১০-১১ সালের ₹১৩,৮৭২ কোটি থেকে ৩ গুণ বেড়ে ২০২০-২১ সালে ₹৩৭,০৫৯ কোটি হয়েছে

শৈশব শিক্ষা:

» 'শিশু আলয়' শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার পাঠ্যক্রমটির আওতায় রাজ্য জুড়ে ৫৩,৮৯৪টি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে

» ৩-৬ বছর বয়সি ২২.২৮ লক্ষ ঘরবন্দি শিশুরা একটি মোবাইল-অ্যাপ ভিত্তিক উদ্যোগ থেকে উপকৃত হয়েছে যা কোভিড-১৯ মহামারীতে প্রাক-স্কুল শিক্ষা পরিষেবা সুনিশ্চিত করেছে। এই উদ্যোগটি 'গোল্ড' স্কচ স্মার্ট গভর্নেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ পুরস্কার পেয়েছে

স্কুল শিক্ষা:

» ২০১০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সাথে সাযুজ্য রেখে ৯৫,৩৭৮টি নতুন ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে

» সবুজ সাথী প্রকল্পের অধীনে, ১ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীকে সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পটি জাতিসংঘ দ্বারা ২০২০ সালে সম্মানীয় ডাব্লু.এস.আই.এস পুরস্কার লাভ করেছে

» কন্যাশ্রী প্রকল্প ৭০ লক্ষেরও বেশি মেয়েকে শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে

» মিড-ডে মিল কর্মসূচির আওতায় ১.১৩ কোটি শিক্ষার্থীদের খাবার সরবরাহ করেছে। এছাড়াও ৯২ লক্ষ শিক্ষার্থী ইউনিফর্ম পেয়েছে এবং প্রি-প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়েছে ২০২০ সালে

উচ্চশিক্ষা:

» সরকারের নবনির্মিত ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫১টি নতুন কলেজের কারণে গত ১০ বছরে সার্বিক ভর্তির অনুপাত দ্বিগুণ হয়েছে এবং কন্যা সন্তান শিক্ষার প্রচারে ৪টি নতুন সরকারি মহিলা কলেজের উদ্বোধন করা হয়েছে

» ১.৩৫ লক্ষ পিছিয়ে পরা মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বামী বিবেকানন্দ মেধাবী সহ অর্থ বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে

কারিগরি শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন

» পলিটেকনিকের জন্য ভর্তির সংখ্যা ২০১১ সালের ১৭,১৮৫ থেকে দ্বিগুণ হয়ে ২০২০ সালে ৩৯,৮৩৫ হয়েছে

» পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট-এর আওতায়, স্বল্প-মেয়াদি দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগের আওতায় ৯ লক্ষেরও বেশি প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে

» ২০১৬ সাল থেকে ২০ লক্ষেরও বেশি প্রার্থীকে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. **শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাজ্যের জিডিপি ২.৭% থেকে বেড়ে ৪%**

   ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ প্রথম দশের মধ্যে রয়েছে। প্রথম পাঁচ রাজ্যের মধ্যে থাকতে, রাজ্য শিক্ষার খাতে ব্যয় বরাদ্দ করবে ৪%।

2. **ব্লক প্রতি অন্তত ১টি মডেল আবাসিক স্কুল**

   সরকার ৩৪১টি ব্লকে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সজ্জিত মডেল আবাসিক স্কুল নির্মাণে আরও বিনিয়োগ করবে। এই স্কুলগুলিতে ডিজিটাল ক্লাসরুম, গ্রন্থাগার এবং পাঠ্যক্রমিক সুবিধার মতো অত্যাধুনিক পরিকাঠামো থাকবে।

3. **শিক্ষকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ**

   পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিএড কলেজগুলিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ৩৩,০৯৫টি আসন এবং ২১:১ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত (২০১৬-১৭) রয়েছে। রাজ্য পেশাদার শিক্ষকদের জন্য আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ করে ৬২,০০০-এরও বেশি করবে যা শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত, ন্যায়সঙ্গত এবং স্বাস্থ্যকর অগ্রগতি বাড়িয়ে তুলবে।

4. **কন্যাশ্রী প্রকল্প উচ্চ শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে প্রসারিত হবে**

   সরকার রাজ্যের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি সুরক্ষিত করার জন্য ইতিমধ্যে বিদ্যমান কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রসার ঘটাতে আগ্রহী। এই স্কিমটিকে ‘কন্যাশ্রী প্লাস’ হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

5. **‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্পের আওতায় দ্বাদশ শ্রেণির ৯ লক্ষ শিক্ষার্থীকে ট্যাব প্রদান করবে**

   সরকার একটি নতুন স্কিম ‘তরুণের স্বপ্ন’-এর আওতায় প্রতি বছর দ্বাদশ শ্রেণির ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে ১টি করে ট্যাবলেট প্রদানের লক্ষ্য নিয়েছে।

6. **পার্শ্ব - শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি এবং অবসরে ₹৩ লক্ষ অনুদানের সুবিধা**

   সরকার পার্শ্ব-শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বার্ষিক ৩% বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়াও, ৬০ বছর পূর্ণ করার পরে তাদের অবসরকালীন সুবিধা হিসাবে তাঁদের এককালীন অনুদান ₹৩ লক্ষ দেওয়া হবে।

7. **পশ্চিমবঙ্গ দক্ষতা বিকাশ সোসাইটিতে (পিবিএসএসডি) যোগদান বাড়ানো**

   ২০২১-২২ সালের রিকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিং (আর পি এল) পিবিএসএসডি-র সূচনা হয় প্রায় ১ লক্ষ প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। এটির মেয়াদ আরও বাড়ানো হবে।

8. **সমস্ত ২৭৮টি সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলিতে (আইটিআই) স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ বানানো**

   বর্তমানে ৪২টি সরকারি আইটিআইতে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। এটি রাজ্যের সমস্ত ২৭৮টি আইটিআইতে করা হবে।

9. **সকলের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা**

   পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বিদ্যালয় ও কলেজের পড়ুয়া ও শিক্ষককে ডিজিটালি সমৃদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হবে।

10. প্রতিটি প্রধান ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

সৃজনশীল শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু তৈরি করা হবে বাংলা এবং অন্যান্য প্রধান ভাষায়, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

11. সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা

শিক্ষার মান উন্নত করতে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে - প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত যাতে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে তার সুনাম বজায় রাখতে পারে। আমাদের লক্ষ্য দেশ-বিদেশের সকল প্রান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গে আরও পড়ুয়াদের নিয়ে আসা।

৯

আবাসন

সবাই পাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই

মূল লক্ষ্য

- বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের আবাসন। বস্তিবাসীর সংখ্যা ৭% থেকে কমিয়ে ৩.৬৫%
- আরও ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের বাড়ি বাংলা আবাস যোজনার আওতায়। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১%-এরও কম

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

» বাংলা আবাস যোজনা: ২০১৮ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পটির মাধ্যমে মোট ₹৩৯,০০৯ কোটি ব্যয়ে 'পাকা' আবাসন নির্মাণের জন্য ৩৩.৭ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে ₹১.২ লক্ষ প্রদান করা হয়েছে

» ইন্টিগ্রেটেড আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন: ৪৯,৭০৫টি বাসস্থান (ডুয়েলিং ইউনিট) নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়েছে

» নির্মল বাংলা অভিযান: ২০১৩ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় ৮২.৬ লক্ষ শৌচাগার নির্মাণ হয়েছে। বর্তমানে, বাংলার প্রতিটি ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে মুক্ত শৌচ নেই

» কর্মাঞ্জলি: স্বল্প-রোজগেরে একা কর্মরতা মহিলাদের ওয়ার্কিং ওমেন হোস্টেলে থাকার জন্য ১৪টি কর্মাঞ্জলি কার্যকরী করা হয়েছে

» নিভৃতবাস: রোগীদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য ১১টি নিভৃতবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

» 'আকাঙ্খা আবাসন প্রকল্পের' অধীনে কর্মরত রাজ্য সরকারী কর্মীদের ৫৭৬টি ফ্ল্যাট প্রদান করা হয়েছে

» গ্রামীণ আবাস নির্মাণে বাংলার স্থান প্রথম। ২০১১ সাল থেকে ৫০ লক্ষ আবাস নির্মাণ করা হয়েছে

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের আবাসন। বস্তিবাসীর সংখ্যা ৭% থেকে কমিয়ে ৩.৬৫%
   রাজ্যে বস্তিবাসীর পরিমাণ ৭%। বস্তিবাসীদের জনসংখ্যা ৩.৬৫% এর নীচে নামিয়ে আনতে রাজ্য ২৭.৫ লক্ষ মানুষের থাকার জন্য ৫ লক্ষ ঘর নির্মাণ করবে।

2. আরও ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের বাড়ি বাংলা আবাস যোজনার আওতায়। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১%-এরও কম
   'বাংলা আবাস যোজনা'-র আওতায় এখনও পর্যন্ত মোট ৩৩.৬২ লক্ষ বাড়ির রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এবং ২১.৮২ লক্ষ বাড়ি সম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলায় সবার জন্য ছাদ সুনিশ্চিত করতে এবং গ্রামাঞ্চলে কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১% এর নীচে নামিয়ে আনতে, আগামী ৫ বছরে অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের পাকা বাড়ি তৈরি করা হবে।

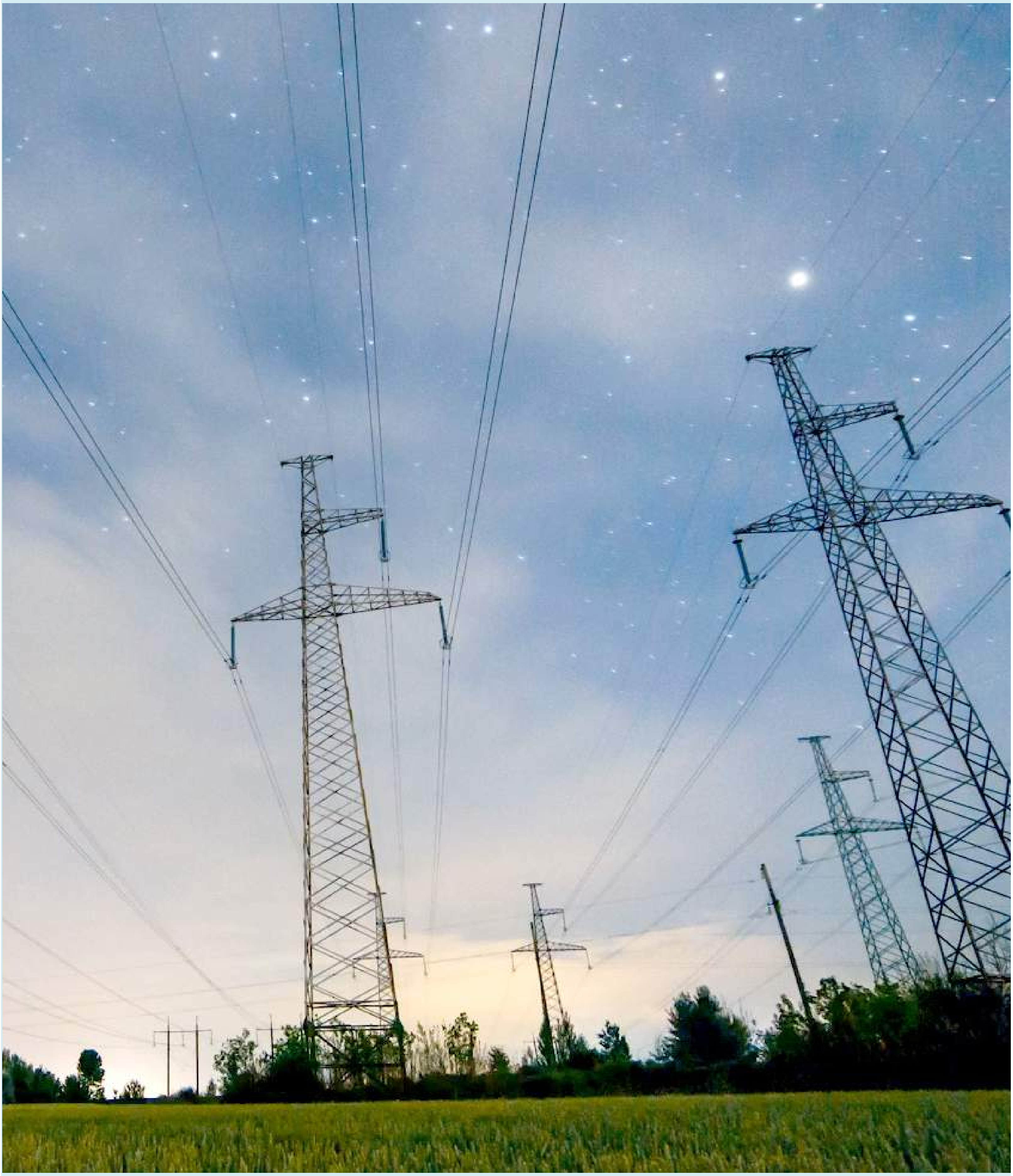

১০

বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জল

প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ, সড়ক, জল

মূল লক্ষ্য

- আরও ৪৭ লক্ষ পরিবারকে নলযুক্ত পানীয় জল। ২৬% থেকে বেড়ে ১০০% পরিষেবা সুনিশ্চিত
- ২৪x৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রতিটি বাড়িতে
- প্রতিটি গ্রামীণ আবাসের জন্য মজবুত রাস্তা, উন্নত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলযুক্ত পানীয় জল

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

বিদ্যুৎ:

» বিদ্যুতায়ন: ১০০% বিদ্যুতায়ন করার লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে ৯৫.৩ লক্ষ পরিবারের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে

» গ্রামীণ: বাংলায় ৩৭,৯৬০টি গ্রামে বিদ্যুৎ প্রদান করে ১০০% গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সফল হয়েছে

» প্রতি ব্যক্তি পিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ৩০% বেড়ে ২০১০ সালের ৫৫০ কিলোওয়াট/ঘন্টা থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ৭০৩ কিলোওয়াট/ঘন্টা হয়েছে

» হাসির আলো: ২০২০-২১ অর্থবছরে চালু হওয়া এই প্রকল্পটি প্রতি মাসে ১৬.৫ লক্ষ যোগ্য সুবিধাভোগীকে মিটার ভাড়া সহ ২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদান করে

রাস্তা:

» গত এক দশকে মোট ১,১৮,১২৮ কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা নির্মিত এবং উন্নত করা হয়েছে

» বাংলা সড়ক নির্মাণ যোজনা: ২০,০০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে

» বাংলা গ্রামীণ সড়ক যোজনা: ৩৫,৬১১.৪১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তার জন্য ₹১৬,৫৬১.৬২ কোটি অনুমোদিত হয়েছে

জল:

» ২০১১-১৯ সালে ২.২৫ কোটি গ্রামীণ জনগণের জন্য ৩৫,৮১৯ পাইপযুক্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে যা ২004-১১-এর সময়কালে ১৫,৬৩১ ছিল

» জল ধরো, জল ভরো: ২০২০-২১ সালে প্রায় ২০,০৭০টি জলাশয় এবং জল ধরার কাঠামো তৈরি ও সংস্কার করা হয়েছে এবং ১৫,৫৯৭ জল সংরক্ষণ ও সংগ্রহের কাঠামো নির্মিত হয়েছে

» ৩১,৯৫২ হেক্টর জমিতে ১,৭৪১টি সেচের সম্ভাব্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে

» ২০১৫-১৬ সালে "জলতীর্থ" প্রকল্পের আওতাধীন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো অতিরিক্ত জল ঘাটতিপূর্ণ জেলাগুলির নদী জলবাহী এলাকা যেমন কংসাবতী, দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি অঞ্চলে চেক ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছিল বেগ, মাটির উপরিভাগের ক্ষয় এবং নিম্ন প্রবাহ অঞ্চল স্থিতিশীল করতে। নভেম্বর ২০২০ অবধি, বনাঞ্চলের ৯৯টি প্রকল্পের অধীনে ২০১২ হেক্টরেরও বেশি এলাকাতে সংস্কৃতিনির্ভর কমান্ড অঞ্চল তৈরির কাজ শেষ হয়েছে

» আর্সেনিকমুক্ত জল: গুণগতভাবে প্রভাবিত অঞ্চলে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, লবণাক্ততা, লোহা এবং ব্যাকটিরিওলজিকাল দূষণের মতো পানীয় জলের গুণমানগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য, রাজ্যে ২১৭টি জল পরীক্ষাগার চালু রয়েছে। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১.৭৩ লক্ষ জলের উৎস থেকে ৩.১৫ লক্ষেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. আরও ৪৭ লক্ষ পরিবারকে নলযুক্ত পানীয় জল। ২৬% থেকে বেড়ে ১০০% পরিষেবা সুনিশ্চিত

   ১০০% শহুরে পরিবারকে পাইপযুক্ত জল সরবরাহের লক্ষ্যে আরও ৪৭ লক্ষ শহুরে পরিবারকে পাইপযুক্ত পানীয় জলের সুবিধা দেওয়া হবে। সরকার পশ্চিমবঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে ২ কোটি পরিবারকে ₹৫৮,০০০ কোটি ব্যয় করে (প্রতি বছর ₹১১,৬০০ কোটি) পাইপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করার ঘোষণা করেছে।

2. ২৪x৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রতিটি বাড়িতে

   বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সফলভাবে ১০০% বৈদ্যুতিকরণ অর্জন করেছে, আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য রাজ্যের সমস্ত নাগরিকের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ২৪x৭ বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখা।

3. প্রতিটি গ্রামীণ আবাসের জন্য মজবুত রাস্তা, উন্নত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলযুক্ত পানীয় জল

   আমাদের সরকার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২ কোটি পরিবারের জন্য পাইপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা ঘোষণা করেছে। আমাদের সরকার গত দশ বছরে রাজ্যে ১,১৮,১২৮ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি করেছে। এই অগ্রগতিকে ধরে রেখে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে, সরকার সমস্ত গ্রামীণ পরিবারকে সড়কের সাথে সংযুক্ত করবে। আমাদের সরকার অসংযুক্ত আবাসগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের রাস্তা তৈরি করবে।

4. রাস্তার উন্নতি এবং সুরক্ষাকে মূল অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

   আগামী ৫ বছরে, আমরা 'পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় ৪৬,০০০ কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করব এবং আমরা সমস্ত গ্রামীণ সড়কগুলিকে রাজ্য হাইওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করব। রাজ্যে ৩৭৩টি পুরাতন সেচ ও নিকাশি খালের উপর কাঠের সেতুর পরিবর্তে নতুন কংক্রিট ব্রিজ তৈরি করা হবে। আমরা সমস্ত হাইওয়েতে সুগমযোগ্য দূরত্বে কার্যকর ট্রমা কেয়ার ইউনিট স্থাপন করব।

5. সংরক্ষণ, কৃষি ও পরিবহণের জন্য জলসম্পদ

জল ধরো, জল ভরো-র আওতা বাড়ানো হবে। রাজ্যের সমস্ত চাষযোগ্য জমিতে সেচের জল পৌঁছবে। জার্মানির রাইন নদীর মতো উচ্চমানের পদ্ধতিতে রাজ্যের ২৯৫টি নদী এবং শাখা-প্রশাখা ব্যবহার করে মাল্টি-মডেল পরিবহণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। এতে পরিবহণ ব্যবস্থা সহজলভ্য হবে এবং পর্যটন ব্যবস্থার অগ্রগতি হবে।

6. আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স স্থাপন করা হবে

রাজ্য সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করবে যা আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলের জন্য পৃষ্ঠতল জল ভিত্তিক নলযুক্ত জল সরবরাহ প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। রাজ্যের ৮৩টি ব্লক এবং ৭টি জেলা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ১.৯৮ কোটি মানুষ যারা জলে পাওয়া আর্সেনিকের জন্য সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই টাস্কফোর্স ৬৫,০০০ গ্রামে পরিশ্রুত পাইপযুক্ত জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে পর্যবেক্ষণ করবে।

7. চেক বাঁধ, খনন কূপ ও খামার পুকুর খনন করা

রাজ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জায়গায় চেক বাঁধ নির্মাণ, কূপ খনন এবং খামার পুকুর খননের জন্য বিনিয়োগ করবে। ঘূর্ণিঝড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি এটি আশেপাশের গ্রামগুলিতে গৃহকর্ম এবং কৃষিকাজের জন্য জল সরবরাহকে আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে।

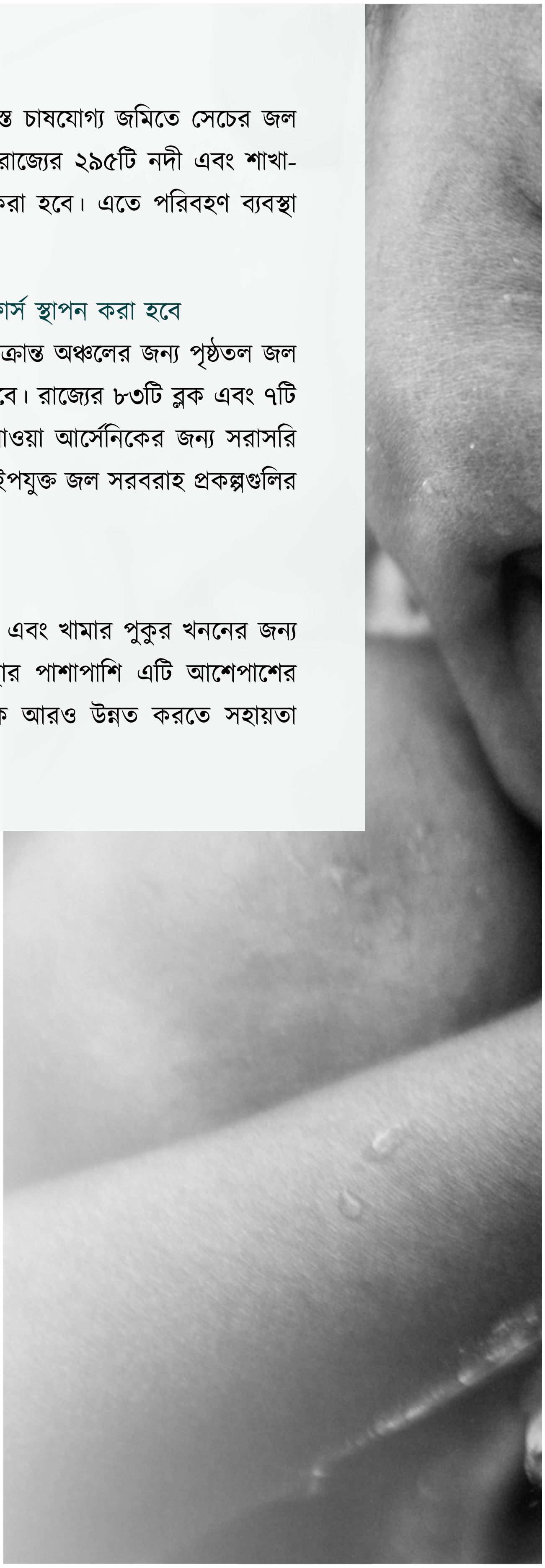

আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, আমরা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বদা সচেতন; বিগত এক দশক সাক্ষী থেকেছে জীবনের প্রতিটি স্তরের সর্বাত্মক উন্নয়নের। উন্নত থেকে উন্নততর সোপানে বাংলাকে নিয়ে যেতে দরকার আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন।

বাংলার ঐতিহ্য, সাংগ্রামী ইতিহাস, গরিমাকে রক্ষা করতে হবে যে কোনও মূল্যে। সমাজকে যারা বিভাজিত করতে চায় সেই বিভেদকামী শক্তিকে রুখে দিতেই হবে। বাংলার মানুষই পারে তৃণমূল কংগ্রেসের সার্বিক লড়াইকে আরও মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে।

বাংলার শান্তি, সংহতি ও প্রগতির জন্য সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের, আপনারা ভোটদানের মাধ্যমে জয়যুক্ত করুন।

আপনাদের আস্থা, ভরসা, বিশ্বাসই আমাদের পথ চলার শক্তি। বাংলা সমস্তরকম বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে, অপপ্রচার, বাহুবল, অর্থবলের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেই ইতিহাসকে সামনে রেখেই এবারের সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের সর্বত্র সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন - এই আমাদের আবেদন।

বাংলা শুভ নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, নমস্কার নেবেন।

জয় হিন্দ। জয় বাংলা।

নিবেদক

মমতা ব্যানার্জী

আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন

AITCofficial

AITCofficial

aitcofficial

www.aitcofficial.org

বাংলার ঐতিহ্য, গরিমাকে সুরক্ষিত রাখতে
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে ভোট দিন

সুব্রত বক্‌সী, সভাপতি, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস ও পার্থ চ্যাটার্জি, মহাসচিব, তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক

যথাক্রমে প্রচারিত ও মেট্রোপলিটান ডিজাইন সেন্টার , কোলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক মুদ্রিত।

AITCofficial aitcofficial AITCofficial